

একজন মুসলিম কোরানের বাহিরে ইসলামের কোন সোর্সকে বিশ্বাস করতে বাধ্য নহে।

১. ঈশ্বর (The God, the Creator of the Universe)

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনকালেই কেহ প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না! কীভাবে সম্ভব? সুতরাং ‘ঈশ্বর’ বিষয়টা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

২. ফেরেশতা (Angel)

‘ঈশ্বর’ ও ‘ফেরেশতা’ প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থের কমন দুটি টার্ম। কিছু মুসলিম মনিষী কোরানে ফেরেশতা বলতে ‘ফিজিক্যাল-ল্য’কে বুঝিয়েছেন। ফিজিক্যাল-ল্য’র যেমন ফ্রি-উইল নেই, ফেরেশতাদেরও তেমনি কোন ফ্রি-উইল নেই। কোরানে হয়তো কবিত্ব ভাষায় ‘ফিজিক্যাল-ল্য’ না বলে ‘ফেরেশতা’ বলা হয়েছে, কারণ ফিজিক্যাল-ল্য বললে তখনকার মানুষ হয়তো বুঝতো না! যদিও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত না তথাপি কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হয় এ কারণে যে, মীখাঈল ফেরেশতাকে মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত হিসেবে মানুষ বিশ্বাস করলেও কোরানে কিন্তু ওয়াটার সাইকেলের উপর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে! কীভাবে সম্ভব? অনুরূপভাবে জীব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা হয়তো ‘ল্য অব কমিউনিকেশন’, আজ্জাঈল ফেরেশতা দ্বারা ‘ল্য অব ডেথ’ ইত্যাদি বুঝানো হতে পারে। মেক্ সেন্স?

৩. জ্বীন

কোরানে জ্বীন (Jinn) ও ইন্স (Ins) নামে দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে Hidden/Concealed, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। যেমন শহুরে মানুষদের কাছে জ্বীন বলতে বন-জঙ্গল বা পাহাড়ী এলাকার মানুষ, যাযাবর, মাটির নীচে লুকায়িত পোকা-মাকড় (হাদিস দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি বুঝাতে পারে। কিছু স্কলার কোরানে জ্বীন বলতে ‘Nomads (uncivilized)’ ও ইন্স বলতে ‘Urbanites (civilized)’ মানুষদেরও বুঝিয়েছেন। কোরানে তার স্বপক্ষে কিছু স্ট্রোং সাপোর্টও আছে (দেখুন : 17:88: Say: If the whole of mankind and Jinns were to gather together to produce the like of this Qur'an, they could not produce the like thereof, even if they backed up each other with help and support)। জ্বীনরা মানুষ না হলে মানুষের সাথে বসে একে অপরকে আবার সাহায্য করবে কীভাবে? এরকম আরো কিছু আয়াত আছে (দেখুন : 55:33, 72:1, 46:29, 6:113, 7:179, 41:29, 6:129, 34:13, 27:17, 21:82, 38:37-38, 24:45)। জ্বীনরা ‘আগুনের তৈরী’ বলতে মেটাফরিক্যালি ‘মেজাজ গরম’ (Hot tempered) বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং অসুস্থ কোন ক্রিয়েচার সায়েন্টিফিক্যালি প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও কোরানের তেমন কিছু যায় আসে না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীব্যাপি অদৃশ্য ক্রিয়েচার (বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে যেমন জ্বীন, ভূত, প্রেত, ঘোস্ট ইত্যাদি) দেখা নিয়ে মানুষের মধ্যে এত বেশী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, কোনদিন সায়েন্টিফিক্যালি এরকম কিছু প্রমাণিত হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না কিন্তু!

৪. হযরত খাদিজার বয়স

আর্গুমেন্টের খ্যাতিরে ধরেই নেওয়া যাক যে মুহাম্মদ ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সের বিবি খাদিজাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোরানে কারো বয়স তো দূরে থাক এমনকি বিবি খাদিজার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই!

৫. হযরত আয়েশার বয়স

হযরত আয়েশার বয়স নিয়ে তিন সোর্স থেকে তিন রকমের বক্তব্য এসেছে। সেগুলো অনুযায়ী আয়েশার বয়স ৯, ৩০ ও ৪৮! কোরানের আলোকে কমনসেন্স ও বেনিফিট-অব-ডাউট এর সূত্র দিয়ে সহজেই ৪৮ কে বেছে নেওয়া যায়। তথাপি আর্গুমেন্টের খ্যাতিরে আবারো ধরে নেওয়া যাক যে আয়েশার বয়স সত্যি সত্যি ৯। এক্ষেত্রেও কোরানে বয়স তো দূরে থাক এমনকি আয়েশার নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই! কোরানে মুহাম্মদের ওয়াইফের সংখ্যাও উল্লেখ নেই।

৬. এ্যারাবিক নাম ও খৎনা-সুন্নৎ রিচুয়্যাল

যদিও মুসলিমদের এ্যারাবিক নাম রাখা ও খৎনা করা নাকি সুন্নাহ (?) তথাপি কোরানে এরকম কোন নিয়ম-কানুন রাখা হয়নি। মুহাম্মদ হয়তো ‘নাম’কে ‘এ্যারাবিক’ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। কোন বয়স্ক পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলে সে কীভাবে খৎনা করবে? সেজন্যই কোরানে এই হাস্যকর ও পেইনফুল রিচুয়্যালও রাখা হয়নি।

৭. নারীর ড্রেস

হাদিসে কী লিখা আছে বা মুসলিমরা কী ফলো করে সেটা কোন ব্যাপার না। কোরানে এ বিষয়ে কী বলা আছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। যদিও এ্যারাব নারী ও পুরুষ উভয়েই আপাদমস্তক ঢেকে বোরখা পরিধান করে তথাপি কোরানে এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেওয়া নেই। শুধু তাই নয়, কোরানে লিখা আছে, ‘They shall not display their adornment *Except* that which is necessary [24:31]’। এখানে ‘*Except*’ কথাটির মাধ্যমে নারীদের জন্য ফ্রিডম ও ফ্লেক্সিবিলিটি রাখা হয়েছে যেটা দেশ, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল হতে পারে। কোরানে এমনভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, এমনকি আমেরিকা-ইউরোপের নারীরাও তাদের ড্রেস’কে কোরানের আলোকে ডিফেন্ড করতে পারে।

৮. নারীর ঈমামতি ও ক্ষমতায়ন

অখ্যাত কোন হাদিসে নারীর ঈমামতি ও ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কিছু লিখা থাকলেও (আছে কি?) কোরানে এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই!

৯. মুরতাদদের শাস্তি

আর্গুমেন্টের খ্যাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, মুরতাদ হত্যার অখ্যাত হাদিসটি সত্য, তথাপি কোরানে এরকম কোন বিধান রাখা হয়নি। বাইবেলে সাধারণ মুরতাদদের জন্য টেম্পোরাল শাস্তি পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড! কোরানে মুরতাদদের শাস্তির উপর একটি আয়াত আছে, সেটা হচ্ছে **শত্রুতার** ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বল কিন্তু মুরতাদদের কোটেই রেখে দেওয়া হয়েছে। দেখুন :

4.89: They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level with them. So choose not friends from them till they forsake their homes in the way of Allah; *if they turn back to enmity then take them and kill them wherever ye find them.*

এই আয়াতে দুটি সুস্পষ্ট কন্ডিশন আছে :

কন্ডিশন-১ : *They long that ye should disbelieve even as they disbelieve, that ye may be upon a level with them.*

নিজে ধর্ম ত্যাগ না করে অন্যকে তো কেহ ধর্ম ত্যাগের কথা বলবে না, তাই না? **ফলে এখানেই কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সাধারণ অ্যাপস্ট্যাসি প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে (Normal case)।** শুধু তাই নয়, তারা ধর্ম ত্যাগ করে অন্যকেও ধর্ম ত্যাগী করার কথা বলা আছে (*Abnormal case?*)। এর পরও কিন্তু কোনরকম শাস্তির কথা বলা হয়নি। তাহলে কখন শাস্তির কথা বলা হয়েছে? কন্ডিশন-২ দেখুন।

কন্ডিশন-২ : *if they turn back to enmity (treachery?).*

কন্ডিশন-২ ফুলফিল করার পরই কেবল শাস্তির কথা বলা আছে। **‘ধর্ম ত্যাগ করলেই হত্যা করো’**- এমন গাঁজাখোরি কথা কোরানের কোথাও লিখা নেই। অথচ কিছু লোক এই আয়াত কোট করে বলে, কোরান মুরতাদদের হত্যার কথা বলেছে! আগেই বলেছি, কোরানের সমালোচনা করা অতটা সহজ নয়। **পাঠক, বল কি মুরতাদদের কোটেই থাকছে না?**

১০. যুদ্ধ

কোরানে যদিও আক্রান্ত না হলে যে কোন বিষয়ে জোর খাটানো নিষিদ্ধ (To my knowledge, there is NO straight forward *offensive* verse in the Qur'an), তথাপি কিছু আয়াত রেখে দেওয়া হয়েছে! মানুষ যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবে ততদিন পর্যন্ত কম-বেশী যুদ্ধ লেগেই থাকবে! যুদ্ধ একটি ন্যাচারাল ফিনমিন্যান।

১১. এ্যালকোহল

কোরানে এ্যালকোহলকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়নি, যদিও *ষ্ট্রোংলি* ডিসকারেজ করা হয়েছে। এরকম বলা হয়েছে, ‘এ্যালকোহলে সামান্য উপকার আছে তবে অপকারের ভাগই বেশী।’ আমার জানামতে কোরানই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে এ্যালকোহলের সামান্য প্রশংসা করে এ্যালকোহল পানের সূক্ষ্ম একটি ‘রুম’ও রেখে দেওয়া হয়েছে! সাউন্ডস্ প্রগ্রেসিভ? অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এ্যালকোহল পানের কোন ‘রুম’ আছে বলে মনে হয় না।

১২. মিউজিক, নাচ-গান, মুভি, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি

কোরানে মিউজিক, নাচ-গান, মুভি, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই লিখা নেই। সুতরাং এগুলো মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। বরঞ্চ কেহ কেহ বলেন কোরানে মিউজিকের উপর পরোক্ষভাবে পজেটিভ ইঙ্গিতই দেওয়া আছে।

১৩. একাধিক ওয়াইফ

সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে বিধবা ও এতিম নারীদের জন্য এটি একটি মোরাল সাপোর্ট হিসেবেই থেকে যাবে।

১৪. নূহের মহা-প্লাবন

ইতোমধ্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোরানে নূহের মহা-প্লাবনের বর্ণনার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। আর্গুমেন্টের খ্যাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বাইবেল থেকে নূহের মহা-প্লাবনের ঘটনা কপি করা হয়েছে, তথাপি এমনভাবে রিফর্ম করা হয়েছে যে সেটাকে আন-সায়েন্টিফিক প্রমাণ করার কারো সাধ্য নেই। *বরঞ্চ স্ট্যানিং রিফর্মেশন দেখলে যে কোন সুস্থ সমালোচকেরও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসার কথা!*

১৫. ক্রিয়েশন-ইভলুশন

নূহের মহা-প্লাবনের মত ক্রিয়েশন-ইভলুশন বিষয়েও কোরান ও বাইবেলের বক্তব্যে এতটাই পার্থক্য আছে যে, কপির কথা যে-ই বলবে সে-ই ধরা খেয়ে যাবে! একমাত্র মানুষের অরিজিনের উপর কোরানে এমনভাবে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে, সেগুলো উভয়ভাবেই ইন্টারপ্রিট করা সম্ভব! *এক্ষেত্রেও সমালোচকদের লজ্জায় মাথা নুয়ে আসার কথা!*

১৬. পৃথিবীর আকার ও ঘূর্ণন

পৃথিবীর আকার ও ঘূর্ণন বিষয়েও কোরানে এমনভাবে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে, সেগুলোর আলোকে নিদেনপক্ষে ভুল প্রমাণ করা অসম্ভব! অথচ বাইবেলের আলোকে সত্য প্রমাণ করাটাই অসম্ভব!

১৭. পৃথিবীর বয়স

কোরানে এ বিষয়ে কিছুই লিখা নেই। বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স ৬০০০ বছর! এরকম একটি ‘ইন্টারেস্টিং’ তথ্য মুহাম্মদ কপি করলেন না কেন?

১৮. হোম রেমিডি (Home remedy)

হাদিসে হোম রেমিডির উপর উলটা-পালটা কিছু লিখা থাকলেও কোরানে একমাত্র মধুর কথা উল্লেখ আছে, যেটা কোনকালেই ব্যাকডেটেড হওয়ার কথা না। আর্গুমেন্টের খ্যাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হাদিসের হোম রেমিডিগুলো মুহাম্মদেরই সাজেশন তথাপি মুহাম্মদ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে মডার্ন টেকনোলজির কাছে সেগুলো একসময় অবসোলিট (Obsolete) হয়ে যাবে! আর সে কারণে কোরানে লিপিবদ্ধ করেন নাই। মেক্ সেন্স?

১৯. অন্যান্য সায়েন্টিফিক ইস্যু

ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে ড. জাকির নায়েকের ডিবেটের সময় জাকির নায়েকের বয়স ছিল মাত্র ৩৪-৩৬ বছর। ফলে তার কথা-বাত্তার মধ্যে কিছুটা ছেলেমি ও জিল্ লক্ষ্য করেছি। বয়স কম হলে যা হয়, তার উপর আবার ইসলামিক স্কলার! কিছু দুর্বল লজিকও আছে। যাহোক, আমেরিকার মাটিতে কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া খ্রীষ্টান স্কলার সহ বিশাল গ্যালারী ভর্তি দর্শকদের সামনে জাকির নায়েক অত্যন্ত জোর দিয়ে একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *'Not a single person will be able to prove a single verse of the Qur'an in conflict with the established modern science.'* কোরানের আলোকে তার কথা কতদূর সত্য সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত না, তবে অনেকটাই যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে বড় কোন দুর্বলতা নিয়ে এরকম একটি পরিবেশে এমন মন্তব্য করার সাহস কি কেহ পাবে? **পুনশ্চ :** ড. জাকির নায়েক'কে একজন ভালো স্কলার মনে হলেও তার চিন্তাভাবনা অনেকটা মোল্লাদের পর্যায়েই রয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে।

২০. মির্যাকল

হাদিস ও বায়োগ্রাফিতে অনেক মির্যাকলের কথা লিখা থাকলেও কোরানে তেমন কিছু নেই বলেই জানি। মুহাম্মদ যদি কিছু মির্যাকল দেখিয়েও থাকেন সেগুলো কিন্তু আর কোনভাবেই রিপ্লেই (Replay) করা সম্ভব নহে! অর্থাৎ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেই মির্যাকলগুলো অবসোলিট। সেগুলো সেই সময়ের মানুষের জন্যই শুধু প্রযোজ্য ছিল। যার ফলে কোরান নিজেকেই মির্যাকল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যাতে করে সকল সময়ের মানুষ টেস্ট করতে পারে (দেখুন : 30.58: Verily We have coined for mankind in this Qur'an all kinds of similitudes; and indeed if thou camest unto them with a miracle, those who disbelieve would verily exclaim: Ye are but tricksters!)। তারপর একটি ফল্‌সিফিকেশন টেস্ট-ও দিয়ে রাখা হয়েছে (দেখুন : 4.82: Do they not consider the Qur'an with care? Had it been from other Than GOD, they would surely have found therein Much discrepancy)। এই ফল্‌সিফিকেশন টেস্টের উপর ভিত্তি করে যে কেহ, যে কোন সময়, মুক্তমনে কোরান পড়ে লজিক্যালি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। তার মানে কোরানের ক্ষেত্রে কোন এক্সট্রা মির্যাকলের দরকার নেই। মেক্ সেন্স?

ঈশ্বর ও ধর্ম যেহেতু অনেকটাই বিশ্বাসের ব্যাপার সেহেতু এ সকল বিষয়ে কোনরকম জোর-জবরদস্তি না থাকাটাই স্বাভাবিক। সে কারণে কোরানে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে :

109.6: Unto you your religion, and unto me my religion. (*Religious freedom*)

2.256: Let there be NO compulsion in religion. (*Religious freedom*)

6.108: We have made alluring to each people its own doings. (*Free-thinking*)

4.137: Those who believe, then disbelieve and then (again) believe, then disbelieve, and then increase in disbelief, GOD will never pardon them, nor will He guide them unto a way. (*Freedom of flip-flopping one's faith*)

আর কোন ধর্মগ্রন্থে এভাবে সুস্পষ্ট রিলিজিয়াস ফ্রিডম আছে কি না সন্দেহ! এর চেয়ে বেশী পাওয়ারফুল আয়াত আর কী হতে পারে?